দৈনিক সংবাদ

05 2002

অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলা

মন্টুই আসল হত্যাকারী?

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরোঃ মহানগরীসহ উত্তর চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাস, ছাত্রদল ক্যাডার, কিলার মন্টুকে পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দা শাখার সহকারী কমিশনারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের ইন্টারোগেশন টিম গঠন করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতে কিলার মন্টু নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু চেপে গেলেও চট্টগ্রামের আন্ডার ওয়ার্ল্ডের অস্ত্র ভাণ্ডার সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে যাচ্ছে। সে চট্টগ্রামের একাধিক অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ করার পাশাপাশি তাদের অবস্থানও জানিয়েছে। পুলিশের নিশ্চিত ধারণা, মন্টুও একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী। তবে মন্টু পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকাণ্ডে নিজে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করলেও পুলিশ সূত্র দাবি করেছে মন্টুই মূল কিলার, যা জিজ্ঞাসাবাদে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে। মন্টু জানিয়েছে, শিবির ক্যাডার হাবিব খান, পিন্টু নাসির, আলমগীররা জড়িত। তারা চাঞ্চল্যকর ৮ হত্যা মামলার আসামি। ৪টি খুনসহ ৮ মামলার আসামি তসলিমউদ্দিন মন্টুকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গতকাল মহানগর হাকিম এএনএম শফিকুল ইসলামের আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায়। রিমান্ডের আবেদনে মন্টুকে অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যাকারী দলের দলনেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিচারক ৭ দিনেরই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

তসলিম উদ্দিন মন্টুকে বেলা দেড়টা থেকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতে সে সব প্রশ্ন এড়ানোর চেষ্টা করলেও বিকেলের দিকে মুখ খোলে। তবে নিজের সন্ত্রাসী জীবনের চেয়ে অন্য সন্ত্রাসী, অস্ত্র ব্যবসায়ী সম্পর্কে সে চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয়। সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সে বিস্তারিত জানায় পুলিশকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মন্টু চট্টগ্রামের আলোচিত সব হত্যাকাণ্ড ও বড় অপহরণ ঘটনাগুলোর সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তাকে লোকালি শেল্টার দিত অস্ত্র ব্যবসায়ী কাশেম চেয়ারম্যান। সে সন্ত্রাসী জীবনের শুরুতেই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কক্সবাজারের নজরুল চেয়ারম্যান, বান্দরবানে অবস্থানরত রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী লক্ষীছড়ির পাহাড়ি ছাত্রপরিষদ নেতার কাছ থেকে অস্ত্র কিনে তা মহানগরীসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের কাছে বিক্রি করত। তার বিক্রি করা অস্ত্র পেয়েছে ফেনীর জয়নাল হাজারীর সেকেন্ড ইন কমান্ড আরজু, নগরীর এমইএস কলেজ, কমার্স কলেজ, চিটাগাং কলেজ ক্যাডারসহ মহানগরী এবং জেলার সন্ত্রাসীপ্রবণ এলাকার সন্ত্রাসীরা।

মুহুরী ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

মুহুরী ঃ হত্যা মামলা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

... বিভিন্ন সময় তার অস্ত্র ভাড়ায়ও খাটানো হয়।

মন্টু পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চট্টগ্রামের অবৈধ অস্ত্র ভাণ্ডারের চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। পুলিশ এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করে দেখছে। অপহরণকারীদলের শক্ত নেটওয়ার্ক সম্পর্কেও পুলিশ জানতে পেরেছে অনেক তথ্য। তবে পুলিশ তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে।

এসি ডিবি সফিকুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে মন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৬ সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিমের সদস্যরা হলেন সিআইডির পরিদর্শক শাহ আদম, এসবির পরিদর্শক মোহাম্মদ আলী, তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফরিদ উদ্দিন আহমদ, এসআই মহিউদ্দিন সেলিম ও মোফাজ্জল।

এদিকে সংসদ সদস্য রফিকুল আনোয়ার এক বিবৃতিতে বলেন, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেননি। তার রাজনৈতিক উৎকর্ষতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে চিহ্নিত স্বার্থান্বেষী মহল সন্ত্রাসীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে কাল্পনিক মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।